

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম
ভিডিও ক্যামেরাম্যান ওয়েলফেয়ার সোসাইটি
১৮, বিপনী বিতান, জল্লারপার রোড, জিন্দাবাজার, সিলেট।

গঠনতন্ত্র

ধারা নং- ১ সংস্থার নাম:

এই সংস্থার নাম হবে “ভিডিও ক্যামেরাম্যান ওয়েলফেয়ার সোসাইটি”। অত্র গঠনতন্ত্রে পরবর্তীতে এটি শুধু সংস্থা হিসাবে উল্লিখিত হবে।

ধারা নং- ২ কার্যালয়:

সংস্থার বর্তমান ঠিকানা হবে : ১৮, বিপনী বিতান, জল্লারপার রোড, জিন্দাবাজার, সিলেট।

ধারা নং- ৩ কর্ম এলাকার নাম:

সংস্থার কর্ম এলাকা সিলেট জেলায় সীমাবদ্ধ থাকবে। নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এর এলাকা পরবর্তীতে সম্প্রসারণ করা যাবে।

ধারা নং- ৪ রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্য:

এ সংস্থা স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রন) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর আওতায় স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা হিসাবে নিবন্ধিত হবে।

ধারা নং- ৫ প্রকৃতি ও ধরণ:

- ক) এটি একটি অরাজনৈতিক ও অলাভজনক সংস্থা হিসাবে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে জনগনের সেবা করবে।
- খ) ইহা সমাজকল্যাণমূলক সংস্থা হিসাবে অসহায়, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রারমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাবে।
- গ) সংস্থাটি সর্বদা রাজনীতি পরিহার করে চলবে। তবে মাতৃভূমির আপদকালে এই সংস্থা অবশ্যই দেশের স্বার্থ সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।
- ঘ) সংস্থাটির দাপ্তরিক ভাষা হবে বাংলা। তবে প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা যাবে।
- ঙ) সংস্থার সদস্যগণ যৌতুক দিবে না এবং নিবে না মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকবে।

ধারা নং-৬ সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- ক) সংস্থা সমাজের কল্যাণে এর আওতাভুক্ত এলাকার সার্বিক উন্নয়নে সর্বদা নিয়োজিত থাকবে।
- খ) ভিডিওগ্রাফার ও ভিডিও দোকান মালিকদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন এবং একে অন্যের সুখে দুঃখে সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে ভাতৃত্ববোধ গভীর করা।
- গ) সংস্থার প্রত্যেক সদস্য নিজ নিজ পেশায় নিয়োজিত থেকে সং জীবন যাপন করবে এবং মানবসেবায় নিয়োজিত থাকবে।
- ঘ) একটি ভিডিওগ্রাফী প্রশিক্ষন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে বেতকার যুবকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
- ঙ) সংস্থা এতিম, অসহায়, দুস্থ, ছিন্নমূল ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কল্যানকর্মসূচীগ্রহণপূর্বকতা বাস্তবায়ন করবে।
- চ) সংস্থা নিজস্ব উদ্যোগে অথবা সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগীতায় এলাকায় সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী গ্রহন করবে।
- ছ) সংস্থা আয়বর্ধক কর্মকান্ড মেন, পুকুরে মাছ চাষ,জৈব পদ্ধতিতে সবজি চাষ, সবজির চারা উৎপাদন ও বিপণন, বৃক্ষরোপন, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগি পালন ইত্যাদি বিষয়ে কৃষকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরার লক্ষ্যে কর্মসূচী গ্রহন করবে।
- জ) সংস্থা সামাজিক সেবা মূলক কর্মকান্ড যেমন, টিকাদান, যৌতুকবিরোধী অভিযান, জাতীয় দিবসের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ, বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ের উপরকর্মসূচী গ্রহণ করবে।
- ঝ) সংস্থা পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্রমোচনের লক্ষ্যে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য জনগনকে উদ্বুদ্ধ করবে।

এ) সংস্থা জলবায়ু পরিবর্তন ও গ্রীন হাউস প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জনগনকে সচেতন করে তুলবে এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য কর্মসূচি প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়ন করবে।

ট) সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রশিক্ষন কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কনফারেন্স, সভা ইত্যাদির আয়োজন করবে।

ঠ) সংস্থার গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি/সাহায্য প্রদান করার নিমিত্তে বিশেষ তহবিল গঠন করবে।

ড) সংস্থা দেশের যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দুর্গতের সাহায্যে এগিয়ে আসবে এবং ত্রাণ ও পূর্ণবাসন কর্মসূচীতে অংশ গ্রহন করবে।

ঢ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবস সমূহে (যে গুলো বিতর্কিত নয়) যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করবে।

ণ) কারামুক্ত ও অপরাধ প্রবন কিশোর-কিশোরীদের তাদের অপরাধ সম্পর্কে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে পাশাপাশি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষন প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে।

ত) মাদকদ্রব্য সেবন ও ধুমপানের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জনগনকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে সংস্থা বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

ধারা নং-৭ সদস্যগণের শ্রেণীবিভক্তি:

এই সংস্থায় ৪ (চার) প্রকারের সদস্য হওয়ার সুযোগ থাকবে।

ক) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, খ) আজীবন সদস্য, গ) পৃষ্ঠপোষক সদস্য ও ঘ) সাধারণ সদস্য

ক) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য:

যাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও শ্রমের বিনিময়ে এই সংস্থা গঠিত হয়েছে তারা প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে গণ্য হবেন। সংস্থার প্রতিষ্ঠাকালে তাদের নিয়ে একটি তালিকা গঠন করা হবে। সংস্থার বিলুপ্তিকাল পর্যন্ত এই তালিকার হেরফের হবে না। তাদের নাম সংস্থার যথাযথ মর্যাদার সাথে আজীবন সংরক্ষণ করবে। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণ তাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে অন্য যে কোন প্রকার সদস্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। প্রতিষ্ঠান সদস্যগণের ভোটাধিকার থাকবে। তাদের মাসিক চাঁদা দিতে হবে।

খ) আজীবন সদস্য:

কার্যকরী পরিষদের অনুমোদনক্রমে যে সকল ব্যক্তিবর্গ সংস্থার উন্নতিকল্পে এককালীন কমপক্ষে ১০,০০০/= (দশ হাজার) টাকা অথবা সমমূল্যের সম্পদ সংস্থার তহবিলে অনুদান হিসাবে প্রদান করবেন তারা আজীবন সদস্য হিসাবে গণ্য হবে। আজীবন সদস্যগণের ভোটাধিকার থাকবে। তাদের মাসিক চাঁদা দিতে হবে না। সাধারণ পরিষদ এককালীন অনুদানের টাকার অংকের হ্রাস/ বৃদ্ধি করতে পারবেন।

গ) পৃষ্ঠপোষক সদস্য:

সমাজসেবামূলক কাজে সুপরিচিত কোন ব্যক্তি অথবা সমাজ সেবায় আগ্রহী কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এই সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে সাধারণ পরিষদের অনুমোদনক্রমে তিনি বা তারা পৃষ্ঠপোষক সদস্য হিসাবে গণ্য হবেন। পৃষ্ঠপোষক সদস্যগণের ভোটাধিকার থাকবে না। তাদের মাসিক চাঁদা দিতে হবে না। সংস্থার উন্নতিকল্পে বা সমাজসেবামূলক কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য তারা কার্যকরী পরিষদকে পরামর্শ দিতে পারবেন।

ঘ) সাধারণ সদস্য:

১৮ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়স্ক বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক যিনি সহযোগিতার মনোভাব সম্পন্ন, সমাজসেবামূলক কাজ করতে আগ্রহী তিনি এই সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাকে ভর্তি ফিস বাবদ ১০০/= (এক শত) টাকা প্রদান করে নির্ধারিত আবেদন পত্রে সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে। কার্যকরী পরিষদের অনুমোদনক্রমে তাকে এই সংস্থার সদস্য হিসাবে গণ্য করা হবে। সাধারণ সদস্যগণের ভোটাধিকার থাকবে। তাদের মাসিক ২০/= টাকা হারে চাঁদা দিতে হবে। সাধারণ পরিষদ কার্যকরী পরিষদ নির্বাচন করবে। সাধারণ পরিষদ মাসিক চাঁদা ও ভর্তি ফিসের টাকার অংকের হ্রাস/ বৃদ্ধি করতে পারবে।

ধারা নং - ৮: সদস্য হওয়ার নিয়ম:

ক) বৎসরের যে কোন সময় সদস্য হওয়া যাবে।

খ) সংস্থার নির্ধারিত আবেদন পত্রে সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে।

গ) কার্যকরী পরিষদের সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের পর উক্ত আবেদনকারীকে সদস্য হিসাবে গণ্য করা হবে। আবেদনপত্র নাকচ হলে আবেদনকারীকে পরবর্তী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে লিখিতভাবে বা মৌখিকভাবে জানিয়ে দিতে হবে।

ঘ) সদস্য শ্রেণীভুক্তির আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যাত হলে পরবর্তী ১ (এক) বৎসরের মধ্যে এই আবেদনকারী পুনরায় আবেদন করতে পারবে না।

ঙ) অত্র গঠনতন্ত্র গ্রহণঅবদি যারা সংস্থার সদস্য শ্রেণীভুক্ত ছিলেন তারা সকলেই স্ব স্ব সদস্য পদে বহাল থাকবেন।

ধারা নং - ৯: সদস্যপদ বাতিল/ স্থগিত হওয়ার কারণ:

নিম্নলিখিত কারণে সদস্যগণের সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে।

ক) কার্যকরী পরিষদের সভাপতির নিকট কোন সদস্য নিজে সদস্যপদ বাতিলের জন্য আবেদন করলে।

খ) বাংলাদেশের যে কোন আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হলে।

গ) ৬ (ছয়) মাসের মাসিক চাঁদা বকেয়া থাকলে।

ঘ) কোন মেডিক্যাল বোর্ড দ্বারা কোন সদস্য উন্মাদ/পাগল বলে ঘোষিত হলে।

ঙ) সংস্থার জন্য ক্ষতিকর কাজ করলে অথবা সংস্থার অর্থ আত্মসাৎ করলে।

চ) বাংলাদেশের যে কোন আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হলে।

ছ) আপন আচরন বা কার্যকলাপ দ্বারা সাধারণ্যে সুনামহানি করলে।

জ) সংস্থার কার্যালয়ে অসদাচরন করলে।

ঝ) যথার্থ কারণ না দেখিয়ে পর পর ৩টি সভায় অনুপস্থিত থাকলে।

ঞ) উপযুক্ত ধারা বহির্ভূত এমন কোন কাজ যা সংস্থার গঠনতন্ত্র বিরোধী।

ট) কোন সদস্য মৃত্যুবরণ করলে।

ঠ) কোন সদস্য সংস্থায় চাকুরী গ্রহণ করলে।

ধারা নং - ১০: বাতিলকৃত সদস্যের পুনরায় সদস্য হওয়ার নিয়মাবলী:

ক) কার্যকরী পরিষদের সভাপতির নিকট যে সদস্য নিজে সদস্যপদ বাতিলের জন্য করেছিলেন তিনি পুনরায় সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করলে এবং কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে তিনি পুনরায় সদস্য হতে পারবেন।

খ) বাংলাদেশের কোন আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার কারণে যিনি সদস্যপদ হারিয়েছিলেন তিনি আদালত কর্তৃক আবার উক্ত ঘোষণা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর তিনি পুনরায় সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করলে এবং কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে তিনি পুনরায় সদস্য হতে পারবেন।

গ) ৬ (ছয়) মাসের মাসিক চাঁদা বকেয়া থাকার কারণে যিনি সদস্যপদ হারিয়েছিলেন তিনি ৬ (ছয়) মাসের মাসিক চাঁদা পরিশোধ করে পুনরায় সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করলে এবং কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে তিনি পুনরায় সদস্য হতে পারবেন।

ঘ) মেডিক্যাল বোর্ড দ্বারা কোন সদস্য উন্মাদ/পাগল বলে ঘোষিত হওয়ার কারণে তিনি মেডিক্যাল বোর্ড দ্বারা আবার সুস্থ বলে ঘোষণা করার পর তিনি পুনরায় সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করলে এবং কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে তিনি পুনরায় সদস্য হতে পারবেন।

ঙ) বাংলাদেশের যে কোন আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে যিনি সদস্যপদ হারিয়েছিলেন তিনি আদালতের মাধ্যমে উক্ত সাজা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর তিনি পুনরায় সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করলে এবং কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে তিনি পুনরায় সদস্য হতে পারবেন।

চ) অন্যান্য কারণে কারো সদস্যপদ বাতিল হলে যদি তিনি পুনরায় সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করেন তাহলে তার সদস্য প্রদানের বিষয়টি কার্যকরী পরিষদে উত্থাপিত হবে। কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে তিনি পুনরায় সদস্য হতে পারবেন।

ধারা নং - ১১: শাস্তিমূলক ব্যবস্থা:

গঠনতন্ত্রের ৯ নং ধারায় বর্ণিত কারণে বা অপর কোন বিশেষ কারণে সংস্থার কোন সাধারণ সদস্য অথবা কার্যকরী পরিষদের কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন অনুভূত হলে অভিযোগকারীকে/অভিযোগকারীদেরকে কার্যকরী পরিষদের সভাপতির নিকট লিখিতভাবে কারণ উল্লেখপূর্বক দরখাস্ত করতে হবে। বিষয়টি কার্যকরী পরিষদের পরবর্তী সভায় উত্থাপিত হবে। কার্যকরী পরিষদ অভিযুক্ত সদস্যের বিরুদ্ধে সরাসরি ব্যবস্থা নিতে পারবে। অতবা প্রয়োজন মনে করলে কার্যকরী পরিষদের অন্তর্ভুক্ত নহেন এমন সদস্যদের নিয়ে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করবে। তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন এর ভিত্তিতে কার্যকরী পরিষদ সভায় বসে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিবে।

ধারা নং - ১২: সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো:

সংস্থার সকল কার্যাবলী সাধারণ পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হবে।

ক) সাধারণ পরিষদের গঠন ও কর্মপরিধি:

- ১) সংস্থার সকল সাধারণ সদস্যদের নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে।
- ২) সাধারণ পরিষদ সংস্থার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবে।
- ৩) সাধারণ পরিষদ সংস্থার নীতি নির্ধারণী ভূমিকা পালন করবে।
- ৪) সাধারণ পরিষদের নিকট কার্যকরী পরিষদকে জবাবদিহি করতে হবে।
- ৫) সাধারণ পরিষদ কার্যকরী পরিষদ নির্বাচন ও কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন করবে।
- ৬) গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সাধারণ পরিষদের অনুমোদন নিয়ে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাতে হবে।
- ৭) কার্যকরী পরিষদ কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেব্যর্থ হলে সাধারণ পরিষদ উক্ত ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিবে। সাধারণ ব্যর্থ হলে এক্ষেত্রে নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তচূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

খ) কার্যকরী পরিষদ:

কার্যকরী পরিষদ সংস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিষদ। সংস্থার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা ২১ (একুশ) সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে। কার্যকরী পরিষদের কাঠামো নিম্নরূপঃ

ক্র: নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা
০১	সভাপতি	০১ টি
০২	সহ-সভাপতি	০২ টি
০৩	সাধারণ সম্পাদক	০১ টি
০৪	সহ-সাধারণ সম্পাদক	০১ টি
০৫	সাংগঠনিক সম্পাদক	০১ টি
০৬	সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক	০১ টি
০৭	অর্থ সম্পাদক	০১ টি
০৮	প্রচার সম্পাদক	০১ টি
০৯	সহ-প্রচার সম্পাদক	০১ টি
১০	দপ্তর সম্পাদক	০১ টি
১১	সহ-দপ্তর সম্পাদক	০১ টি
১২	সাংস্কৃতিক সম্পাদক	০১ টি
১৩	সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক	০১ টি
১৪	ক্রীড়া সম্পাদক	০১ টি
১৫	সমাজকল্যাণ সম্পাদক	০১ টি
১৬	ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক	০১ টি
১৭	সহ- ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক	০১ টি
১৮	কার্যকরী সদস্য	০১ টি

ধারা নং- ১৩ : কার্যকরী পরিষদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা :

ক) সভাপতি এর দায়িত্ব কর্তব্য ও ক্ষমতা

- ১) তিনি কার্যকরী পরিষদের প্রধান এবং সংস্থার প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে গণ্য হবেন। কার্যকরী পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী সংস্থার যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করা তার দায়িত্ব। তিনি সর্বাবস্থায় পরিষদের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন।
- ২) তিনি সংস্থার সাধারণ পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদের সকল প্রকার সভায় সভাপতিত্ব করবেন। কার্যকরী পরিষদের সভায় তিনি শুধু নির্ণায়ক ভোট দিতে পারবেন এবং প্রয়োজনে রুলিং দেয়ার অধিকারী থাকবেন।
- ৩) তিনি কার্যকরী পরিষদের সভায় আলোচ্যসূচী বহির্ভূত কোন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনার জন্য অনুমতি দেওয়ার এখতিয়ার রাখেন। তিনি তাৎক্ষণিক উক্ত বিষয় আলোচ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন।
- ৪) তিনি বিশেষ জরুরী কারণে কোন কর্মকর্তার/কর্মচারীকে তাৎক্ষণিক সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার অধিকারী হবেন।
- ৫) গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারা, উপ-ধারা ব্যাখ্যা দেয়ার অধিকারী হবেন।
- ৬) তিনি সকল প্রকার ভাতা, সম্মানীভাতা, আর্থিক বিল অনুমোদন করবেন। তাঁর অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন অর্থ খরচ করা যাবে না।

খ) সহ- সভাপতি এর দায়িত্ব কর্তব্য ও ক্ষমতা

- ১) সভাপতির অনুপস্থিতিতে ১নং সহ- সভাপতি আর্থিক বিষয়াদি ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়ে সভাপতির মতই দায়িত্ব পালন করবেন। কোন কারণে ১নং সহ- সভাপতি অনুপস্থিত থাকলে ২নং সহ- সভাপতি অনুরূপ দায়িত্ব পালন করবেন।
- ২) কার্যকরী পরিষদের অনুমোদনক্রমে তারা পর্যায়ক্রমে আর্থিক বিষয়ে সভাপতির মতো ভূমিকা রাখতে পারবেন।

গ) সাধারণ সম্পাদক এর দায়িত্ব কর্তব্য ও ক্ষমতা

- ১) তিনি সংস্থার দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি কার্যকরী পরিষদ ও সভাপতির পরামর্শ অনুযায়ী যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন।
- ২) তিনি সংস্থার যাবতীয় প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবেন।
- ৩) সরকারী বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে চিঠি পত্র আদান প্রদান নির্বাহী পরিচালকের স্বাক্ষর হবে।
- ৪) সংস্থার কর্মচারী পরিচালনা, তদারকি ও সমন্বয়সাধন তিনি করবেন।
- ৫) সভাপতির অনুমোদন নিয়ে তিনি সাধারণ পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদের সভা আহ্বান করবেন।
- ৬) তিনি সাধারণ পরিষদ ও কার্যকরী পরিষদের সকল সভা পরিচালনা করবেন।

ঘ) সহ-সাধারণ সম্পাদক এর দায়িত্ব কর্তব্য ও ক্ষমতা

- ১) সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তিনি আর্থিক বিষয়াদি ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়ে সভাপতির মতই দায়িত্ব পালন করবেন।
- ২) কার্যকরী পরিষদের অনুমোদনক্রমে তারা পর্যায়ক্রমে আর্থিক বিষয়ে সভাপতির মতো ভূমিকা রাখতে পারবেন।

ঙ) সাংগঠনিক সম্পাদক এর দায়িত্ব কর্তব্য ও ক্ষমতা

- ১) কার্যকরী পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করে সাংগঠনিক সম্পাদক সংস্থার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও মূলনীতির ভিত্তিতে উহাকে শক্তিশালী করার লক্ষে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।
- ২) সংস্থার পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পন্ন করা, সংস্থার পরিধি বিস্তৃত করা সহ যাবতীয় সকল কাজে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে সহযোগিতা করা ও তাদের পরামর্শ অনুযায়ী চলা সাংগঠনিক সম্পাদক এর দায়িত্ব।

চ) সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক এর দায়িত্ব কর্তব্য ও ক্ষমতা

- ১। সাংগঠনিক সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সাংগঠনিক সম্পাদকের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন। অন্যান্য সময় সাংগঠনিক সম্পাদকের কাজে সাহায্য সহযোগিতা করবেন।

ছ) অর্থ সম্পাদক এর দায়িত্ব কর্তব্য ও ক্ষমতা

- ১) তিনি সংস্থার যাবতীয় আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করবেন।
- ২) তিনি বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করে তা সাধারণ পরিষদে অনুমোদন করাবেন।
- ৩) তিনি মাসিক চাঁদা আদায় করে তা সংরক্ষণ করবেন।
- ৪) এছাড়া সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শে অন্যান্য কাজ করা।

জ) প্রচার সম্পাদক এর দায়িত্ব কর্তব্য ও ক্ষমতা

- তিনি সংস্থার প্রচার সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন। প্রচার সংক্রান্ত কার্যবলীর জন্য সংস্থার নিকট দায়ী থাকবেন।

ঝ) সহ-প্রচার সম্পাদক এর দায়িত্ব কর্তব্য ও ক্ষমতা

- তিনি সংস্থার প্রচার সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে প্রচার সম্পাদকের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন। প্রচার সংক্রান্ত কার্যবলীর জন্য সংস্থার নিকট দায়ী থাকবেন।

এ৩) দপ্তর সম্পাদক এর দায়িত্ব কর্তব্য ও ক্ষমতা

১) সংস্থার অফিস অফিসের যাবতীয় নথিপত্র, আসবাবপত্র ইত্যাদির রক্ষণাবেক্ষণ তার অন্যতম দায়িত্ব।

২) তিনি নিয়মিত সংস্থার কার্যালয় খওলবেন।

ট) সহ-দপ্তর সম্পাদক এর দায়িত্ব কর্তব্য ও ক্ষমতা

তিনি দপ্তর সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন। অন্যান্য সময় দপ্তর সম্পাদকের কাজে সাহায্য সহযোগিতা করবেন।

ঠ) সাংস্কৃতিক সম্পাদক এর দায়িত্ব কর্তব্য ও ক্ষমতা

তিনি সংস্থার সাংস্কৃতিক সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন। সাংস্কৃতিক সংক্রান্ত কার্যবলীর জন্য সংস্থার নিকট দায়ী থাকবেন।

ড) সহ-সাংস্কৃতিক সম্পাদক এর দায়িত্ব কর্তব্য ও ক্ষমতা

তিনি সংস্থার ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সাংস্কৃতিক সম্পাদকের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন। অন্যান্য সময় সাংস্কৃতিক সম্পাদকের কাজে সাহায্য সহযোগিতা করবেন।

ঢ) ক্রীড়া সম্পাদক এর দায়িত্ব কর্তব্য ও ক্ষমতা

তিনি সংস্থার ক্রীড়া সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন। ক্রীড়া সংক্রান্ত কার্যবলীর জন্য সংস্থার নিকট দায়ী থাকবেন। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শ করে দায়িত্ব পালন করবেন।

ণ) সমাজকল্যাণ সম্পাদক এর দায়িত্ব কর্তব্য ও ক্ষমতা

তিনি সংস্থার সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন। সমাজকল্যাণ সংক্রান্ত কার্যবলীর জন্য সংস্থার নিকট দায়ী থাকবেন।

ত) ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক এর দায়িত্ব কর্তব্য ও ক্ষমতা

তিনি সংস্থার ধর্ম বিষয়ক সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন। ধর্ম বিষয়ক সংক্রান্ত কার্যবলীর জন্য সংস্থার নিকট দায়ী থাকবেন।

থ) সহ-ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক এর দায়িত্ব কর্তব্য ও ক্ষমতা

তিনি সংস্থার ধর্ম বিষয়ক সংক্রান্ত সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ধর্ম বিষয়ক সম্পাদকের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন। ধর্ম বিষয়ক সংক্রান্ত কার্যবলীর জন্য সংস্থার নিকট দায়ী থাকবেন।

থাকা ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে সহায়তা করা।

দ) কার্যকরী সদস্য এর দায়িত্ব কর্তব্য ও ক্ষমতা

১) কার্যকরী পরিষদের সভার মাধ্যমে অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করবেন।

২) এ ছাড়া সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে পরামর্শে অন্যান্য কাজ করবেন।

ধারা নং- ১৪: নির্বাচন পদ্ধতি :

১) কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে নির্বাচন সমাপ্ত করতে হবে।

২) নির্বাচন নিম্নোক্ত ২(দুই) ভাবে সম্পন্ন করা যাবে।

(ক) সাধারণ পরিষদের সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কার্যকরী পরিষদ গঠন করা যাবে।

(খ) গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে কার্যকরী পরিষদ গঠন করা যাবে।

৩) নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কার্যকরী পরিষদের মেয়াদের উত্তীর্ণ হওয়ার ন্যূনতম ১২০ দিন পূর্বে বিদ্যমান কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক সংস্থার সদস্য নহেন এমন একজন ব্যক্তি অথবা স্থানীয় সমাজসেবা কর্মকর্তাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং সংস্থার বিদ্যমান কার্যকরী কমিটির সদস্য নহেন এবং আগামীতে প্রার্থী কিংবা প্রস্তাবক ও সমর্থক হচ্ছেন না এমন ২(দুই) জন বৈধ সদস্যকে সদস্য করে ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করতে হবে।

৪) নির্বাচন কমিশনের ২(দুই) জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।

৫) সংস্থার সাধারণ সদস্য এবং আজীবন সদস্যগণ নির্বাচনে ভোটের হিসাবে বিবেচিত হবেন।

৬) নির্বাচনী কমিশন নির্বাচনের তারিখ অন্তত: ৯০ দিন পূর্বে নির্বাচনী তফসীল ঘোষণা করবেন। উক্ত তফসীলে নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও তারিখসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে।

৭) যে সকল সাধারণ ও আজীবন সদস্য নির্বাচনের তারিখের কমপক্ষে ৮০ দিন পূর্বে সদস্যপদ গ্রহণ বা নবায়ন করবেন কেবলমাত্র তাদের নামই ভোটার তালিকাভুক্ত হবে এবং তারা ভোটার হিসাবে গণ্য হবেন। ভোটার তালিকাভুক্তি ছাড়া নির্বাচনে অংশগ্রহণ বা ভোটাধিকার প্রয়োগ করা যাবে না।

৮) নির্বাচন কমিশন সংস্থার সদস্য রেজিষ্টার বহি, নবায়ন সংক্রান্ত কাগজ এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে যথাসময়ে ভোটার তালিকা প্রনয়ণ করবেন।

৯) নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তারিখের অন্তত: ৭০ দিন পূর্বে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করবেন। খসড়া ভোটার তালিকায় কারো আপত্তি থাকলে তালিকা প্রকাশের ৫ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন বরাবরে আবেদন করা যাবে। প্রাপ্ত আবেদনপত্র/আবেদনপত্রসমূহ/আপত্তিসমূহ ৩ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন মীমাংসা করবে।

১০) নির্বাচন অনুষ্ঠানের অন্তত: ৬০ দিন পূর্বে নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবেন। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার তারিখ নির্বাচনের ৩০ দিন পূর্বে থাকবে। মনোনয়ন পত্র বাছায়, চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ, প্রতীক বরাদ্দ, নির্বাচন তারিখ, ভোট গণনা, ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের সময় ও তারিখ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

১১) মনোনয়ন পত্র বাতিলের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে আপীল করা যাবে। আবেদন প্রাপ্তির ১ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশন ইহা নিষ্পত্তি করে এবং চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করবে।

১২) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত ফলাফলের বিরুদ্ধে কারো আপত্তি থাকলে ফলাফল ঘোষিত হওয়ার ০৭(সাত) দিনের মধ্যে নিবন্ধনকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করতে হবে। নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত এ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৩) নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সংক্রান্ত সকল প্রকার নোটিশ ও নির্বাচনী তফসীল প্রত্যেক সদস্যের নিকট ডাকযোগে প্রেরণ করবেন। প্রয়োজনে পত্রিকায় এতদবিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে পারবেন।

১৪) নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সংক্রান্ত আনুঙ্গিক কার্যক্রম অর্থাৎ মনোনয়নপত্রের মূল্য, ভোটার তালিকার মূল্য এবং প্রার্থীর জামানত ফিস ইত্যাদি নির্ধারণ করবেন। বিদ্যমান কার্যকরী নির্বাচন কমিশন কে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করবেন।

১৫) তফসীল ঘোষিত হওয়ার পর দৈব-দুর্বিপাক বা অন্য কোন অনিবার্য কারণে নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হলে নির্বাচন কমিশন পরবর্তী ১(এক) মাসের মধ্যে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

ধারা নং- ১৫: সদস্যবৃন্দের অনুপস্থিতি:

কার্যকরী পরিষদের কোন সদস্য একনাগাড়ে তিনটি সভায় বিনাকারণে অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ স্বয়ংক্রীয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে। কার্যকরী পরিষদের সভায় কোন সদস্যের অনুপস্থিত থাকার কারণ ঘটলে তিনি অবশ্যই সভাপতিকে লিখিতভাবে জানিয়ে ছুটি নিতে অধিকারী থাকবেন।

ধারা নং- ১৬: শূণ্য সদস্যপদ স্থলাঙ্ককরণ:

কার্যকরী পরিষদের কোন শূণ্য পদ হলে কার্যকরী পরিষদসদস্য বা সাধারণ সদস্যকে স্থলাঙ্ককরণ করে উক্ত শূণ্য পদ পূরণ করতে হবে। কার্যকরী পরিষদের সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সম্মতিতে উহা করতে হবে।

ধারা নং- ১৭: কার্যকরী পরিষদের আয়ুষ্কাল:

কার্যকরী পরিষদের আয়ুষ্কাল ০২ (দুই) বছর হবে। নতুন কার্যকরী কমিটি দায়িত্ব নেয়ার দিন থেকে তাদের কার্যকাল গণনা কার হবে।

ধারা নং- ১৮: প্রশাসক নিয়োগ :

২ বছর পূর্ণ হওয়ার কমপক্ষে ১২০ দিন পূর্ব থেকেই নতুন কার্যকরী পরিষদ নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। যদি কোন কোন অনিবার্য ও অবাঞ্ছিত কারণবশত: সঠিক সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হয় তাহলে পূর্ববর্তী কার্যকরী পরিসদ তাদের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর আরো অতিরিক্ত চয় মাস কার্যভার বহন করতে পারবে। এই বর্ধিত সময়ের মধ্যে অবশ্যই নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নতুন কার্যকরী পরিষদের নিকট দায়িত্বভার হস্তান্তর করতে হবে। এর পরেও নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নাহলে কার্যকরী পরিষদ আপনা-আপনি বাতিল হয়ে যাবে এবং রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ প্রশাসক নিয়োগ করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে।

ধারা নং- ১৯: কার্যকরী পরিষদে ক্ষমতা হস্তান্তর:

বিদায়ী কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক বিদ্যমান কমিটির মেয়াদ যে দিন শেষ হবে সেদিন কার্যকরী পরিষদের সভা আহ্বান করে নির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের নিকট বিদ্যমান কার্যকরী পরিষদ দায়িত্ব হস্তান্তর করবে। যদি প্রাক্তন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কার্যকরী পরিষদ ক্ষমতা হস্তান্তর না করেন তাহলে নবনির্বাচিত সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কার্যকরী পরিষদ স্বয়ংক্রীয়ভাবে ক্ষমতা লাভ করবেন এবং সংস্থার হিসাবপত্র ও কাগজাদি প্রাপ্তির জন্য কার্যকরী পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। প্রাক্তন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অন্যান্য সদস্যদের এরূপ কার্যকলাপ গঠনতন্ত্র বিরোধী বলে গণ্য হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে গঠনতন্ত্র সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ধারা নং- ২০: কার্যকরী পরিষদ বাতিল:

নিম্নলিখিত কারণে কার্যকরী পরিষদ বাতিল বলে গণ্য হবে :-

- ক) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক একসাথে পদত্যাগ করলে বা অন্য কোন কারণে উভয় পদ শূন্য হলে।
- খ) একই সঙ্গে কার্যকরী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ পদ শূন্য হলে এবং ১৬ অনুযায়ী স্থালাঙ্ককরণ সম্ভব না হলে।

ধারা নং- ২১: সংস্থার তহবিল:

নিম্নলিখিত পস্থা অবলম্বন করে সংস্থার তহবিল গঠন করা যাবে।

- ১) সদস্যবৃন্দের চাঁদা।
- ২) নিজস্ব আয়বর্ধক প্রকল্প থেকে তহবিল বৃদ্ধি।
- ৩) সরকারী অনুদান।
- ৪) আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা থেকে প্রাপ্ত।
- ৫) সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তহবিল গঠন।
- ৬) কাযকরী পরিষদ অন্যান্য বৈধ পস্থা অবলম্বন তহবিল গঠন করতে পারবে।
- ৭) ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থের লাভ।
- ৮) বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত অর্থ।

ধারা নং- ২২: সংস্থার তহবিল:

দৈনন্দিন খরচ মিটানোর জন্য সর্বোচ্চ ২০০/= (দুই হাজার) টাকানগদ হাতে রাখা যাবে। এর বেশী অংকের অর্থের প্রয়োজন হলে তা ব্যাংক থেকে উত্তোলন করতে হবে। তবে এই অর্থের পরিমাণ ১০,০০০/= (দশ হাজার) টাকার বেশী হলে কার্যকরী পরিষদের অনুমোদন নিয়ে তা উত্তোলন করা যাবে। করচকৃত অর্থ কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

ধারা নং- ২৩: সংস্থার তহবিল:

- ১) বাংলাদেশের তফসিলভুক্ত যে কোন ব্যাংকে সংস্থার নামে এক বা একাধিক চলতি অথবা সঞ্চয়ী হিসাব যাবে।
- ২) সংস্থার সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদক (পরস্পর আত্মীয়হলে হবে না) এই তিন জনের যৌথ স্বাক্ষরে হিসাব খোলা হবে এবং দুই জনের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করা যাবে।

ধারা নং- ২৪: আয় ব্যয় নিরীক্ষা পদ্ধতি:

সংস্থার আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রতি আর্থিক বছরের শেষে প্রস্তুত করতে হবে এবং রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত কোন সনদপ্রাপ্ত হিসাব পরিষ্কক বা হিসাব নিরীক্ষক কিংবা সরকার অনুমোদিত চার্টার্ড একাউন্টস ফার্ম কিংবা নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত যে কোন কর্মকর্তার মাধ্যমে নিরীক্ষা করতে হবে। নিরীক্ষিত হিসাব ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে।

ধারা নং- ২৫: কর্মচারী নিয়োগ:

- ১) সংস্থার কাজের প্রয়োজনেকখনো কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সাধারণ পরিষদে কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদবী, বেতন-ভাতাদিসহ যাবতীয় বিষয়ের অনুমোদন নিয়ে নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাতে হবে। নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পাওয়ার পর পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে যথাসম্ভব সরকারী নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করা যাবে।
- ২) কার্যকরী পরিষদ হবে কর্মকর্তা ও কর্মচারী উভয়েরনিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ।
- ৩) কার্যকরী পরিষদ একটি নিয়োগ বোর্ড গঠন করবে। নিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি রাখতে হবে।

ধারা নং- ২৬: কর্মচারী পরিচালনা:

সাধারণ পরিষদ কর্মচারী পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন অধীকারী থাকবে।

ধারা নং- ২৭: প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনা:

সাধারণ পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করার অধীকারী থাকবে।

যে কোন একসাথে পদত্যাগ করলে বা অন্য কোন কারণে উভয় পদ শূন্য হলে।

ধারা নং- ২৮: বর্ষ:

খ্রিষ্ট বর্ষ সংস্থার বর্ষ হিসাবে গণ্য করা হবে। কার্যকরী পরিষদের মেয়াদকাল ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় খ্রিষ্ট বর্ষে হিসাব করা হবে। তবে সংস্থার কার্যক্রমের ক্ষেত্রে খ্রিষ্ট সনের পাশাপাশি বাংলা সনও ব্যবহার করা যাবে। ধারা

ধারা নং-২৯: সভার নিয়মাবলী:

(ক) সাধারণ পরিষদ সভা:

সাধারণত: প্রতি এক বছর অন্তর অন্তর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। কবে প্রয়োজনবোধে এক বছরের আগেও সভা আহবান করা যাবে। এই সভাতে পূর্ববর্তী বছরের কার্যকরী পরিষদেও সম্পাদিত কার্যক্রমের

প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং পরবর্তী বছরের জন্য বাজেট পেশ ও অনুমোদন ইত্যাদি কার্যাবলী সম্পন্ন করা হবে। কমপক্ষে ১৫ দিনের নোটিশে উক্ত সভা আহ্বান করা যাবে। সভাপতির সঙ্গে পরামর্শ করে সাধারণ সম্পাদক সভার লিখিত নোটিশ জারী করবেন। এই সভার ফোরাম ১/২ (দুই ভাগের এক ভাগ) এর অধিক সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে পূর্ণ হবে। সভাপতি সাধারণ সভাসহ সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন। গঠনতন্ত্র সংশোধনী সংক্রান্ত সাধারণ সভার ফোরাম ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্যের উপস্থিতিতে পূর্ণ হবে।

(খ) কার্যকরী পরিষদ সভা:

সাধারণত: প্রতি ৩ (তিন) মাসে কার্যকরী পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। তবে প্রয়োজনবোধে ৩ (তিন) মাসের আগেও সভা আহ্বান করা যাবে। সভাপতির সঙ্গে পরামর্শ করে সাধারণ সম্পাদক সভার স্থান, তারিখ ও আলোচ্য বিষয় উল্লেখপূর্বক লিখিত নোটিশ জারী করবেন। ১/২ (দুই ভাগের এক ভাগ) এর অধিক সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে পূর্ণ হবে।

(গ) জরুরী সভা:

- ১) সাধারণ পরিষদের জরুরী সাধারণ সভা কমপক্ষে ৭ (সাত) দিনের নোটিশে এবং অতি জরুরী সভা ৩ (তিন) দিনের নোটিশে অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতির সঙ্গে পরামর্শ করে সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সভা আহ্বান করবেন। এই সভার ফোরাম ১/২ (দুই ভাগের এক ভাগ) এর অধিক সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে পূর্ণ হবে।
- ২) কার্যকরী পরিষদের জরুরী সভা কমপক্ষে ৩ (তিন) দিনের নোটিশে অতি জরুরী সভা ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতির সঙ্গে পরামর্শ করে সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সভা আহ্বান করবেন। উক্ত সভার ফোরাম ১/২ (দুই ভাগের এক ভাগ) এর অধিক সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে পূর্ণ হবে।

(ঘ) তলবী সভা:

সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দীর্ঘদিন কোন সভা আহ্বান না করলে সাধারণ পরিষদের ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্য লিখিতভাবে নির্দিষ্ট আলোচ্যসূচীর ভিত্তিতে সভা আহ্বানের জন্য সভাপতিকে অনুরোধ করবেন। সভাপতি উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সভা আহ্বান না করলে সাধারণ পরিষদের ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্যের সিদ্ধান্তই চূরান্ত বলে গণ্য হবে। তবে নোটিশে বর্ণিত আলোচ্যসূচী ছাড়া অন্যান্য কোন বিষয়ে আলোচনা করা যাবে না।

(ঙ) মূলতবী সভা:

কার্যকরী পরিষদের সভা, সাধারণ পরিষদের সভা, গঠনতন্ত্র সংশোধনী সাধারণ সভা বা জরুরী সভা কোরাম পূর্ণ না হওয়ার কারণে বা অন্য কোন কারণে মূলতবী হলে উক্ত পরবর্তী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে অবশ্যই একই আলোচ্যসূচীর উপর অনুষ্ঠিত হবে। যদি উক্ত সভা কোরামের অভাবে মূলতবী হয় তবে পরবর্তী সভায় কোরাম পূর্ণ না হলেও সভা যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে এবং এই সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বৈধ বলে গণ্য হবে।

ধারা নং-৩০: অনাস্থা প্রস্তাব:

কার্যকরী পরিষদের বিরুদ্ধে কোন অনাস্থা প্রস্তাব আনতে হলে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ লিখিত আকারে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নিকট জমা দিতে হবে সেই সঙ্গে একটি তলবী সভা আহ্বানের ব্যবস্থা করতে হবে। উক্ত সভায় পরিষদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে কমিটিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সূযোগ দিতে হবে। অতঃপর অনাস্থা ভোট গ্রহণ করা হবে। সাধারণ পরিষদের ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্য অনাস্থা ভোট প্রদান করলে উক্ত কার্যকরী পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে এবং পরপরই উপস্থিত সদস্যবর্গ পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত ৫ (পাঁচ) সদস্য

বিশিষ্ট একটি অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি (একজন আহ্বায়ক এবং বাকী চারজন সদস্য) গঠন করবে। উক্ত অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতঃ নবনির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। কোন কারণে অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠন করা সম্ভব না হলে এ বিষয়ে রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূরান্ত বলে গণ্য হবে।

ধারা নং-৩১: অনাস্থা প্রস্তাব:

সাধারণ পরিষদের কোন সাধারণ সদস্য অথবা কার্যকরী পরিষদের কোন কর্মকর্তা পদত্যাগ করতে চাইলে তিনি কার্যকরী পরিষদের সভাপতির নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করবেন। সভাপতি পদত্যাগ করতে চাইলে সাধারণ সম্পাদকের নিকট পদত্যাগপত্র দাখিল করবেন। কার্যকরী পরিষদের পরবর্তী সভায় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

কার্যকরী পরিষদের ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্য/কর্মকর্তা একযোগে পদত্যাগ করলে কার্যকরী পরিষদ বাতিল বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদকে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ধারা নং-৩২: চাঁদা আদায় বহি সংরক্ষণ:

- ১) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষর সম্বলিত ছাপানো রসিদ বহির মাধ্যমে চাঁদা বা যে কোন আর্থিক অনুদান গ্রহন করত হবে।
- ২) রসিদ বহি বিতরণের সুনির্দিষ্ট রেজিস্টার থাকবে। চাঁদা আদায়কারী উক্ত রেজিস্টারে সই করে রসিদ বহি গ্রহন করবেন।
- ৩) রসিদ বহি হারানো গেলে তৎক্ষণাত্ লিখিতভাবে সভাপতি কিংবা সাধারণ সম্পাদক জানাতে হবে। হারানোর কারণ তাদের কাছে গ্রহনযোগ্য না হলে বিষয়টি পরবর্তী কার্যকরী পরিষদের সভায় উপস্থাপন করা হবে। কার্যকরী পরিষদ এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিবে। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

ধারা নং-৩৩: গঠনতন্ত্রের সংশোধন:

গঠনতন্ত্রের কোন বিষয়ের উপর সংশোধনী আনয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে উক্ত সংশোধনী প্রস্তাব/প্রস্তাবালী সাধারণ পরিষদের সভায় উপস্থাপন করতে হবে। সাধারণ পরিষদের ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্যেও অনুমোদনক্রমে তা গৃহীত হবে। সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত গঠনতন্ত্রের সংশোধনী নিবন্ধীকরণে কর্তৃপক্ষের নিকট চূরান্ত অনুমোদনেরজন্য প্রেরণ করা হবে এবং তা অনুমোদিত হলেই গঠনতন্ত্রের সংশোধন হিসাবে কার্যকর হবে।

ধারা নং-৩৪: কার্যকরী পরিষদে অনুমোদন:

প্রতিবার নির্বাচনের পরপর নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্যকরী কমিটি অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। অন্যথায় উক্ত কমিটির কার্যক্রম বৈধ বলে বিবেচিত হবে না।

ধারা নং-৩৫: কার্যকরী পরিষদের অনুমোদন:

কোন সুনির্দিষ্ট কারণে সংস্থার সাধারণ পরিষদের মোট সদস্যেও ৩/৫ (পাঁচ ভাগের তিন ভাগ) সদস্য যদি এর বিলুপ্তি চান তবে যথা নিয়মে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে হবে। সংস্থার বিলুপ্তির বিষয়ে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ চূরান্ত সিদ্ধান্ত নিবেন। এক্ষেত্রে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সংস্থার সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি একই ধরনের সক্রিয় অন্য কোন সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা যাবে। এ বিষয়ে জটিল যে কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূরান্ত বলে গণ্য হবে।